স্মৃতির এ্যালবামে

তুলে রাখা কয়েকটি দিন

মাসুদা সুলতানা রুমী

স্মৃতির এ্যালবামে

তুলে রাখা কয়েকটি দিন

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল: ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.amarboi.org

স্মৃতির এ্যালবামে
তুলে রাখা কয়েকটি দিন
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

প্রথম প্রকাশ
রমাদান: ১৪২৯ হিজরী
সেপ্টেম্বর: ২০০৮ ইংরেজী

৫ম প্রকাশ:
সেপ্টেম্বর'২০১৪ ইংরেজী

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ:
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN-057
ISBN-984-31-1426-0

বিনিময় মূল্য: ২৫ টাকা মাত্র।

Shritier Albame tularakha koakti Din by Masuda Sultana rumi and Published by Professor's Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price: Tk.25.00 only.

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আ'লা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবীহি আজমাঈন।

জনাবা লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী আপাকে 'আমার লেখা চরমোনাইয়ের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন' পুস্তিকার মাধ্যমে চিনি। ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী তিনি। 'স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন' লেখাটি তার একটি মধুময় আনন্দ স্মৃতি। লেখাটি যেমনি রসাত্মক তেমনি শিক্ষনীয়ও বটে। ইসলামী আন্দোলনে দায়িত্বশীল ও কর্মীদের মাঝে কেমন সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকা উচিত তা তিনি বাস্তব উপলব্ধি থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কতটুকুন সফল হয়েছেন তা পাঠক বিবেচনায় থাকুক।

লেখিকা ছোট ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সুন্দর উপস্থাপনায় পাঠক হৃদয়ের গহীনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। নিয়তের পরিশুদ্ধতা, আন্তরিকতা এবং আল্লাহভীতিই পারে ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌছতে।

মুহতারাম নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ সাহেব মাস খানেক আগে আমাকে রুমী আপার আরেকটি বই দিলেন 'ভালোবাসা পেতে হলে'। বইটি আমি পড়ে আমার স্ত্রীকে পড়তে দিবো ভাবছিলাম কিন্তু আমার পড়ার আগেই সে এক নাগাড়ে বইটি পড়ে ফেলল। পরে আমাকে পড়ার জন্য দিল। বেশ ভালো বই, ভাল বিষয়, সুন্দর উপস্থাপন। প্রতিটি দাম্পতির জন্য বইটি প্রয়োজন। বইটি পড়ে আমার বেশ ভালো লাগলো। আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রে লেখিকা সফল। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন অপার মহিমায় তাঁর এ বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করে। সাথে সাথে এ দোয়াও করি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের মত এ গুণাহগারদেরও তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় দেন। কাল কিয়ামাতের দিন কঠিন সময়ে আমাদের জন্য এ শিক্ষাগুলোন যেন নাজাতের জারিয়া হয়।

www.amarboi.org

পরিশেষে বলবো আমরা আমাদের প্রকাশনা থেকে এটি ছাড়াও আরোও একটি বই 'আমরা কেমন মুসলমান' বের করেছি। যতটুকুন সম্ভব ভালো করার চেষ্টা করেছি। তার পরও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক; যাকে আমরা প্রিন্টিং ভূত বলে চালিয়ে দিই। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম যাযা দান করুন। আমিন চুম্মা আমিন।।

প্রকাশক-

এ এম আমিনুল ইসলাম

২০.০৯.০৮ইং

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

২০০৭ সাল। ফেব্রুয়ারীর তিন। শনিবার সেই কাঙ্খিত দিনটি এলো। যা ঠিক করে রেখেছিলাম আরও ২০/২৫ দিন আগে। ঢাকা যাচ্ছি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের আমন্ত্রণে। কেমন যেনো অবাস্তব মনে হচ্ছিল। সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন- এ কথা মোবাইল টেলিফোনে আমার আম্মাকে জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, আমাকে রেখে যেনো যাসনে; আমিও যাব তোর সাথে। আম্মা জানুয়ারীর সাতাশ তারিখেই যশোর থেকে ঢাকায় হাজির হয়ে গেলেন। নওগাঁ থেকে আমার যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হলো ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে। অনেক আগে মহাদেবপুর থানার সেক্রেটারী লুৎফা আপাকে একবার বলেছিলাম এবার ঢাকা গেলে সাবেক আমীরে জামায়াতের বাসায় যাব। তখনই লুৎফা আপা বলে রেখেছে, 'আপা আমি যাব আপনার সথে।' তাই ফেব্রুয়ারীর এক তারিখেই ফোন করলাম লুৎফা আপার কাছে। বললাম, 'আপা তিন তারিখে ঢাকা যাচ্ছি। আপনি কি যাবেন?'

লুৎফা খুশীতে উচ্ছল হয়ে বলল, "অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বাসায়? বললাম, 'ইনশাল্লাহ।'

অধ্যাপক গোলাম আযম। একটি নাম। একটি অনুভূতি। ১৯৭১ সাল থেকে এই নামটির সাথে আমি পরিচিত। তখন আমার বয়স এগার বছর। আমার আব্বা মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন না। যদিও আমার মামা এবং চাচারা সবাই আওয়ামী লীগের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। আমার ছোট চাচা আবুল হোসেন ৭০-এর নির্বাচনের পর বার বার আফসোস করছিলেন, 'ইশ আর তিনবার ভোট দিতে পারলেই ভোটের সেঞ্চুরী করতে পারতাম।' মানে আর তিনটা জাল ভোট দিতে পারলেই তার একশ'টা ভোট দেয়া হতো।আমার আব্বা এসব খুব অপছন্দ করতেন। তিনি বরাবরই খুব ধার্মিক এবং উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আর এতো বেশী পরিমানে বইপত্র পড়তেন যে আমার আম্মা

www.amarboi.org

প্রায়ই রাগ করে বলতেন, 'ইচ্ছে হয় তোর আব্বাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেই।' সেই সময়ে আব্বা মাওলানা মওদূদী (র.)-এর বইয়ের সাথে পরিচিত ছিলেন কিনা জানিনা তবে সাতাত্তর-আটাত্তর সালেই মাওলানা মওদূদী (র.)-এর ইসলাম পরিচিতি বইটি আমি আব্বার বুক সেল্‌ফ এ দেখেছি। মনে করতাম আব্বার স্কুল জীবনের কোনো পাঠ্য বই হবে বোধ হয়।

আমার বড় মামা কেন যেন আমার আব্বাকে মওদূদী সাহেব বলে ডাকতেন। রসিকতা করে নাকি বিদ্রুপ করে তা জানি না। আজ আব্বাও নেই মামাও থাকেন দেশের অন্য প্রান্তে তাই জানা হলো না কথাটা। '৭১ সালে দেশের পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হতো আমাদের ড্রয়িং রুমে। আমিও নির্বাক শ্রোতা হয়ে তাকিয়ে শুনতাম সেই সব আলোচনা। সেই আলোচনা পর্যালোচনার আসরেই পরিচিত হয়েছিলাম এই নামটির সাথে। ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়েছিলাম সেই শৈশবেই। এই নামটিকে ঘৃণা আর এই নামের মানুষটিকে বৈরী ভেবেই বড় হয়েছি। তারপর আল্লাহপাক তার কুদরতী হাতে সরিয়ে দিলেন মিথ্যার কালো নেকাব। ধীরে ধীরে আমি তার আদর্শের সাথে পরিচিত হলাম। তার চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হলাম। (আমার লেখা চরমোনাইয়ের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন' পুস্তিকায় বিষয়টি আলোচনা করেছি)।

বৈরী মনোভাব দূর হয়ে হৃদয়ে জন্ম নিল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। আর তাঁকে দেখার দুর্নিবার এক ইচ্ছা। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে তিনি একবার নওগাঁ এসেছিলেন। দূর থেকে দেখেছিলাম বক্তৃতা দেয়ার সময়। খুব চেষ্টা করেছিলাম নিকট থেকে দেখার জন্য। পারিনি। প্রোগ্রাম শেষে নওগাঁ জিলা সেক্রেটারী রোকেয়া আপার বাসায় এসে শুনলাম আকরাম ভাই (অধ্যাপক সাহেবের শ্যালক, তার বাড়ি এই নওগাঁতেই)। একটা হট ওয়াটার ব্যাগ খুঁজছেন। রোকেয়া আপার বাসায় তা নেই। জাকিয়া আপা, আতিয়া আপার বাসায় আছে। কিন্তু তাদের বাসা যে অনেক দুরে। আমি জানতে চাইলাম, 'হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে কি করবেন?'

www.amarboi.org

আকরাম ভাই বললেন, 'আমীরে জামায়াতের কোমরে ব্যাথা, একটু শেক দিতে পারলে ভালো হতো।'

'আমি দিচ্ছি ভাই দশ মিনিট অপেক্ষা করেন।' বলে আমি রোকেয়া আপার বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। রাস্তার পাশেই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'আছে।' আমি ব্যাগটি কিনে নিয়ে এসে আকরাম ভাইকে দিলাম। বললাম, 'ভাই, এই ব্যাগটি যদি আমার নেতার সাথে দিয়ে দেন আর তিনি যদি নেন তো আমি দারুন খুশি হবো। আর তিনি যদি না নেন, রেখে যান তো আমার ব্যাগটি আমাকে ফেরত দেবেন, প্লিজ।'

ঠিক আছে বলে আকরাম ভাই চলে গেলেন। সন্ধ্যার আগেই আমাকে ব্যাগটি ফেরত দিয়ে বললেন, রুমী আপা এই নেন আপনার ব্যাগ। খুব উপকার হয়েছে ব্যাগটি পেয়ে। আমি কি যে খুশি হলাম। সেই হট ওয়াটার ব্যাগটি আমি আজও পরম যত্নে তুলে রেখেছি। যে ব্যাগের সাথে আমার নেতার ছোয়া লেগে আছে।

২০০৬ সালের অক্টোবরের ৯/১০ তারিখ আমার বইয়ের প্রকাশক তৌহিদুর রহমান ভাই আমাকে ফোন করে বললেন, 'আপা, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আপনার সাথে কথা বলবেন। বলে আমাকে একটা টেলিফোন নাম্বার দিলেন। আমার টিএনটি টেলিফোন নেই। তাই বদলগাছি থানা টেলিকম ভবনে গেলাম। আগে এখান থেকে প্রায়ই আব্বার কাছে ফোন করতাম। ২০০১ সালে আব্বা চলে যাওয়ার পর ঐ অফিসে আর যাওয়া হয়নি। গিয়ে শুনলাম অফিস থেকে এখন আর কেউ ফোন করেনা। রোযার মাস দুপুর বেলা কোন রিকশাও পাচ্ছি না। ভ্যানে চড়ে বাজারে গেলাম। এক মোবাইল টেলিফোনের দোকান থেকে দশ টাকা মিনিট হারে নয় মিনিট কথা বললাম। ভরাট কণ্ঠস্বর। মোটেও বয়স্ক মানুষ মনে হচ্ছিল না। আমার লেখা বইয়ের যে কতো প্রশংসা করলেন। তিনশ' বই কিনেছেন তাই জানালেন। আমার পরিবারের খোঁজ-খবর নিলেন। আবেগে আমার কণ্ঠস্বর বার বার বন্ধ হয়ে আসছিলো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল সত্যিই কি এ আমার নেতার কণ্ঠস্বর। আমার তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবার কথা মনে হচ্ছিলো। বললাম, হিন্দা বিনতে ওতবার মতো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'হে প্রিয়তম নেতা

www.amarboi.org

এমন একটা সময় আমার ছিলো যখন আপনার মতো অপছন্দের কোনো ব্যক্তি আমার ছিলো না। আর আজ সারা বিশ্বে আপনার মতো প্রিয় কোনো ব্যক্তি আমার নেই।'

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বললেন, তুমি ঢাকা আসলে আমার বাসায় এসো। বললাম ইনশাল্লাহ আসব। আমি যেন ভাষা হারিয়ে ফেললাম। আর কিছু বলতে পারছিলাম না, ফোনও রেখে দিতে পারছিলাম না। আমার মেঝ ছেলে তাইয়েব ইবনে মোহাম্মাদ কাজল আমার সাথেই ছিল। বলল, আম্মু উনার কোনো মোবাইল নাম্বার আছে কিনা শোনেন। বললাম আমার তো টিএনটি টেলিফোন নেই আপনার যদি কোনো মোবাইল নাম্বার থাকে তো...।

কথা শেষ করতে না দিয়েই অধ্যাপক সাহেব বললেন, আমার তো মোবাইল নাম্বার নেই আমার সেক্রেটারীর আছে। বলে সেক্রেটারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার মোবাইল নাম্বারটা ওকে দাও। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের একান্ত সচিব নাজমুল হক ভাই আমাকে তার নাম্বার দিলেন। এর কয়েক দিন পরে তৌহিদ ভাই ফোন করে বললেন, আপা সাবেক আমীরে জামায়াতের সাথে একটু কথা বলেন। তিনি এখন তার চেম্বারে আছেন। আমি নাজমুল হক ভাইয়ের মোবাইল ফোনে ফোন করলাম। আজকেও বিভিন্ন কথা বললেন। বইটির প্রশংসা করলেন। আরও লিখতে বললেন। জানালেন বই নাকি আমার দেশের বাইরে চলে গেছে। নওগাঁতে আমার সাংগঠনিক দায়িত্ব কি তা জানতে চাইলেন। আমি এক পর্যায়ে বললাম, কথা বলতে হলে একটা সম্বোধন করতে হয়। আপনাকে আমি কি বলে সম্বোধন করবো? হাসলেন তিনি। বললেন, তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম আপনি বলে দেন কি বলবো? যেন একটু বিপদেই পড়লেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব। বললেন, ঠিক আছে আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নেই, তারপর তোমাকে বলব।

কয়েকদিন পরে অধ্যাপক সাহেবই ফোন করলেন। সালাম বিনিময়ের পরে বললাম। আমার সেই বিষয়টির কি সমাধান করলেন?

কোন বিষয়টা? তিনি জানতে চাইলেন।

সেই যে আপনাকে কি বলে সম্বোধন করবো?

www.amarboi.org

একটু হেসে বললেন, আমার স্ত্রী বললেন, সংগঠনের এই বয়সী মেয়েরা সবাই তাকে খালাম্মা বলে। সেই সুবাদে তুমি আমাকে খালুজান বলতে পার। আমি বললাম, না আপনাকে আমি খালু বলব না। আমার আরও পাঁচজন খালু আছে। আমার যা নেই। যে নামে আমি কাউকে কোন দিন ডাকিনি, আমি আপনাকে তাই বলে ডাকবো।

কি নেই তোমার?

আমার মেয়ে নেই, জামাই নেই। আমি আপনাকে জামাই বলে ডাকবো।

হাসলেন তিনি। বললেন, তোমার বয়স কত?

বললাম ছিচল্লিশ। আবারও হাসলেন। বললেন, আমার বড় ছেলের বয়স চুয়ান্ন বছর। আর আমার বয়স তো জান পঁচাশি বছর। বললাম তাতে কি হয়েছে? আপনি আমার জামাই। এখন বলেন আমার মেয়ে কেমন আছে?

ভালোই আছে। তোমার মেয়ে আমার দশ বছরের ছোট। তা তোমার মেয়েই বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আমার মেয়ের সাথে একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন।

আচ্ছা তোমার মেয়ের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেব। এখন রাখি।

ঠিক আছে। আস্‌সালামু আলাইকুম।

ওয়ালাইকুম আসসালাম। টেলিফোন রেখে দিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব, আর আমি তারপরও প্রায় পাঁচ মিনিট মোবাইল সেটটি কানে চেপে ধরে বসে থাকলাম।

আমার তখনকার অনুভূতি প্রকাশের ভাষা তো নেই।

কয়েকদিন পরেই ফোন করলো আমার মেয়ে সাইয়েদা আফিফা আযম। আমি প্রথম বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, কে বলছেন?

আমি ঢাকা থেকে তোমার মেয়ে বলছি। আমি খুশিতে যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। কি বলব বুঝে উঠতে পারছি না। সালাম দিয়ে বললাম, কেমন আছেন আম্মা, জামাই বলছিলো শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছে না?

www.amarboi.org

হ্যাঁ মা, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। বয়স হয়েছে না? আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া তারপরও ভাল আছি।

আম্মা আপনি আমার সাথে এইভাবে কথা বলবেন আমি ভাবতেই পারিনি। আম্মা আমি খুব খুশি হয়েছি খুব খুশি।

অধ্যাপক গোলাম আযম আর তার স্ত্রীর সাথে আমার আত্মীয়-স্বজনের মতো টেলিফোনে কথা হবে এ আমি ভাবতেই পারিনি। আফিফা আযম আবার বললেন, শোনো মা ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে আমরা দেশের বাইরে যাব। তুমি তার আগে যদি ঢাকা আসতে তাহলে ভালো হতো। তোমার সাথে দেখা হতো তোমার বইটা আমি পড়েছি খুব ভাল লেগেছে আমার।

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ॥ ঠিক আছে আমি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই আসবো ইনশাআল্লাহ। আম্মা আপনি দেশের বাইরে কোথায় যাবেন। জেদ্দা যাবো। আমার বড় ছেলে থাকে ওখানে। ওমরা করতে যাবো।

কতো দিন থাকবেন?

মাস দু'য়েকের নিয়ত আছে।

এরপর আফিফা আযম আর একদিন ফোন করলেন। ঘনিষ্ট প্রিয়জনের মতো কতো কিছু বললেন। আমার মেয়ে নেই চার ছেলে শুনে বললেন, তাহলে তো তুমি আমার মতোই। কি যে ভালো লাগলো কথাটা আমার। হাফেজা আসমা খালাম্মার কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, তোমার খালাম্মা ভালই আছেন। তুমি আস। আসলেই সবার সাথে দেখা হবে।

ঐ দিন ছিল ২৫ জানুয়ারী ২০০৭ সাল। বললাম আম্মা মাসের এই কয়দিন গেলেই ফেব্রুয়ারী মাসের তিন তারিখে আসবো ইনশাল্লাহ।

ঠিক আছে, আসো। এখানে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে? ঢাকা আসলে কোথায় ওঠো তুমি?

বললাম, মগবাজারেই আমার খালার বাড়ী আছে, মীরপুরে ভাইয়ের বাসা। আফিফা আযম বললেন, যেই থাকুক, তুমি আমার বাসাতেই উঠবে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এখান থেকেই সবার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে।

www.amarboi.org

ঢাকায় যে কয়দিন থাকবে তুমি আমার কাছেই থাকবে। আল্লাহ হাফিজ বলে ফোন রেখে দিলেন আফিফা আযম। আর আমি আল্লাহ হাফিজ বলে ফোন কানে ধরেই রাখলাম কতোক্ষণ জানি না। আবেগে আমার কান্না এসে গেল। বললাম প্রভু এ কেমন সম্মান আর ইজ্জতে ভরে দিলে আমায়।

ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে সকাল আটটার মধ্যেই বাড়ি থেকে বের হলাম। প্রচন্ড কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চলছিল ধীর গতিতে। ঢাকা পৌছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাস স্ট্যান্ডে মিজানের ছেলে রায়হান আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর হয়েছে ছেলেটা যে পবিত্র নিষ্পাপ শ্মশ্রুমন্ডিত মুখখানি অপূর্ব লাগছিল। এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। হাসিমুখে আমার কাছে এলো সালাম দিলো। সালামের উত্তর দিয়ে বললাম। বাহ! কি সুন্দর দাঁড়ি হয়েছে তোমার। বুঝি লজ্জা পেলো রায়হান। মাথা নিচু করে একটু হাসল। হাসলে রায়হানকে রায়হানের মতোই লাগে (রায়হান মানে সুগন্ধি ফুল)। রায়হান বলল, ফুফু এখান থেকে আমাদের বাসা কাছে। ট্যাক্সিক্যাবে বা সিএনজি যাবে না রিকশা নিতে হবে। বললাম, ঠিক আছে তাই নাও।

মাগরিবের আগেই মিজানের বাসায় এসে পৌছলাম। আমাদের দেখে মিজানের স্ত্রী আর বাচ্চারা খুব খুশি। আমি আম্মাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বলে মাগরিবের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আম্মা বললেন, আজ এখানে থাক। কাল সকালে তোমার জামাইয়ের বাসায় যেও। বললাম, না আম্মা আমি কথা দিয়েছি আজকেই তাঁর বাসায় যাব।

তাহলে কিছু খাও।

না মা খেতে বসলেই দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু মিজানের স্ত্রী কিছুতেই ছাড়ল না কিছু না খাওয়ায়ে।

ওদের চারতলা বাসা থেকে নিচে নামতেই ফোন আসল। সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর।

রুমী তুমি এখন কোথায়?

বললাম, আমি ঢাকায় পৌছে গেছি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর আমার নেতার। আমি খুব টেনশনে আছি। ভাবছি এই কুয়াশার মধ্যে কোথায় আটকে আছ।

www.amarboi.org

আমার চোখে পানি এসে গেল। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমার জন্য টেনশন করছেন। আর কণ্ঠস্বরটা যেনো একদম আমার বাবার মতো।

বললাম, আমি এখন মিরপুরে। ট্যাক্সিক্যাবে উঠছি।

তুমি কি আমার বাসা চেনো?

না, আপনার বাসা চিনি না। জামায়াতে ইসলামীর অফিস চিনি।

বললেন, শোন রমনা থানার কাছে কাজী অফিস লেনে ঢুকে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেই বাসা পাবে।

কাজী অফিস লেনে ঢুকে এক মসজিদের পার্শ্বে গাড়ি পার্ক করে জিজ্ঞেস করতেই জানলাম এই আমার কাংখিত ঠিকানা। দারোয়ান জিজ্ঞেস করল কোন ফ্লাটে যাবেন? বললাম, তা জানি না। আমরা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বাসায় যাব। ও আচ্ছা, আসেন। বলে আমাদের লিফটের কাছে নিয়ে এসে বলল, সাত তলায়। আলাউদ্দিনের যাদুর পাটিতে চড়ে প্রবেশ করলাম অকল্পনীয় স্বপ্ন পুরীতে। লিফট থেকে নামতেই ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এসে ডান দিকে ইশারা করে বলল, এটা স্যারের চেম্বার। আর বাম দিকে দেখিয়ে বলল এটা বাসা। কলিং বেল চাপ দিতেই হাসিমুখে দরজা খুলে দিল কাজের বুয়া রওশন। বেশ হাসিখুশি মেয়েটা। ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম আমি, আম্মা, লুৎফা আর আমার ছোট ছেলে সা'দ নওগাঁ থেকে আমার সাথেই আছে।

একটু পরেই এগিয়ে এলেন আমার স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা আমার মেয়ে আফিফা আযম, কি এক গভীর আন্তরিকতায় বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর বেড রুমে নিয়ে বসালেন। পথে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা খোঁজ-খবর নিলেন। তারপর আমাদের থাকার জন্য পুরো একটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেন। কাপড় চোপড় ছেড়ে অজু করে ফ্রেস হতেই রওশন আমাদের ডাকতে এলো খাওয়ার জন্য। কতো রকমের খাবার আয়োজন যে করেছেন আফিফা আযম। ভেতরে এবং বাইরে অপূর্ব সুন্দর একটি মানুষ। বর্ষীয়সী এই মহীয়সী মহিলা তাঁর বাসায় যে কয়দিন ছিলাম কি যে আন্তরিকতার সাথে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকেও এই প্রথম সামনা সামনি দেখলাম।

www.amarboi.org

রাতে ফোন করলেন নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ সাহেব। এতো সক্রিয় আর আন্তরিক সোনার মানুষ আমি কমই দেখেছি। (যদিও তাকে এখনও দেখা হয়নি) সেই যে ডিসেম্বর'০৬ এর প্রথম দিকে তিনি আমাকে ফোনে মোবারকবাদ জানান আমার লেখা 'চরমোনাই-এর পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে নিয়ে এলেন' বইটির জন্য। সেই থেকে তিনি প্রায়ই আমার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তিন তারিখ রাতে ফোন করে বললেন, সুলতানা আপা আগামীকাল চার তারিখ একটা পাঠচক্র আছে কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে। এখানে আসলে প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেত্রীর সাথেই আপনার সাক্ষাত হয়ে যাবে। আসতে পারবেন কি?

বললাম, ইনশাল্লাহ, পারব ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।

মকবুল আহমেদ ভাই আল্লাহ পাকের জিকির এত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন, যা তার প্রত্যেকটি কথা এবং বাক্যে প্রকাশ পায়। বিকেল চারটার পূর্বেই আমি, আমার আম্মা ও লুৎফা আপাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় জামায়াতে ইসলামীর অফিসে হাজির হলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। এখানে মহিলাদের কোনো প্রোগ্রাম আছে কি?

: না এখানে মহিলাদের কোন প্রোগাম নেই।

বললাম নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ ভাই আছেন?

ভদ্রলোক আমাদের দাড়াতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই এসে বললেন, 'তিনি আসতেছেন।'

তিনজন কাঁচাপাকা শ্মশ্রুমন্ডিত বুজর্গ এগিয়ে এলেন। আমি কাউকে চিনি না। তাই সালাম দিয়ে বললাম, 'নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ সাহেব কে?' "আমি" মকবুল আহমেদ ভাই উত্তর দিলেন।

আমি বললাম, 'আমি মাসুদা সুলতানা রুমী।' মকবুল আহমেদ ভাই আর একবার সালাম দিলেন আমাকে। তার পর বললেন, 'আপনাদের প্রোগাম গ্রীনভ্যালীর তৃতীয় তলায়। আপনি কি গেছেন কখনো ওখানে?'

বললাম, 'জ্বী ওখানে আমি আরো কয়েকবার গিয়েছি। আমি চিনতে পারবো। তবু নায়েবে আমীর আমাদের সাথে একজন লোক দিলেন। আমরা গ্রীনভ্যালীর তৃতীয় তলায় এলাম। নির্দিষ্ট স্থানে আসতে প্রথমেই দেখা হলো হাফেজা আসমা

www.amarboi.org

খালাম্মার সাথে। বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন গভীর আবেগে। 'কেমন আছো মা? কতো দিন তোমাকে দেখি না।' বরাবরের মতোই আদরে সম্মানে মুহূর্তে ভরে দিলেন আমাকে। হাত ধরে নিয়ে বসালেন পাঠচক্রের অধিবেশনে। যারা এখানে আছেন তার প্রায় সবাই আমার পূর্ব পরিচিত। আসমা খালাম্মা আবার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই বহুল পরিচিত পুস্তিকার লেখিকা হিসেবে।

ওখানে উপস্থিত ছিলেন, মোহ্তারেমা শামসুন্নাহার নিজামী, নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, তাহেরা সাঈদ, রোকেয়া আনসারী, রাজিয়া সুলতানা, রায়হানা আপা আর পিয়াসী আপা। হাফেজা আসমা খালাম্মা তো আছেনই। সবার সাথে নতুন করে পরিচিত হলাম। সবাই বইটির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রশংসা করলেন। আর আমি বার বার মনে মনে বলতে লাগলাম। প্রভু সমস্ত প্রশংসা তোমার! সব তোমার।

সামসুন্নাহার নিজামী আপার সাথেও আমার পরিচয় অনেক দিনের। তাকে দেখার আগেই চিনি তার 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব' বইটির মাধ্যমে। তার ঐ বইটি পড়ে আমি ভীষনভাবে মুগ্ধ এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম দ্বীনি আন্দোলনে। একটা বীজ থেকে গাছের অংকুর। তার পরে সেই অংকুরটি বড় গাছে পরিনত হতে সূর্যের আলো, তাপ, বাতাসের আদ্রতা, বৃষ্টির পানি, মাটি-সার প্রভৃতির নিরলস সহোযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। এটিই মহান রাব্বুল আলামিনের নিয়ম-নীতি।

এই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী আমাকেও আমার মালিক বিভিন্ন ভালো মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ করেছেন। এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন।

চাঁপাই নবাব গঞ্জের শিবগঞ্জে আমার হাসব্যান্ড বদলী হয়। আটানব্বই এর শেষ কিংবা নিরানব্বই এর প্রথম দিকে হবে। সেখানে একটা সাধারণ সমাবেশে সামসুন্নাহার নিজামী আপা গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলাম আমি। অনুষ্ঠান শেষে নিযামী আপা আমাকে বললেন, 'কি ব্যাপার আপনি এখানে ক্যান আপনি না নওগাঁর লোক?'

www.amarboi.org

বললাম, 'জী-আপা মাস ছয় হলো বদলি হয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

আপা বললেন, 'তো আপনি নতুন মানুষ আপনি কেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এখানকার দায়িত্বশীলারা কোথায়?'

মাথা নিচু করে বললাম, 'আপা শিবগঞ্জ থানার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে।'

আপা হয়ত একটু অবাক হয়েছিলেন। শুধু বললেন, 'আপনি শিবগঞ্জ থানার দায়িত্বশীলা?'

বললাম, 'জী আপা।'

তখন আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আপা আমাকে চিনতে পারছেন এমন কি আমার নামটাও মনে আছে। প্রোগ্রাম শেষে আপা অজু করতে চাইলেন। ওখানে পানির ভালো ব্যবস্থা ছিল না। আমি এক জগ পানি সংগ্রহ করে আপাকে বললাম, 'আপা আপনি অজু করেন আমি পানি ঢেলে দিই আপনার হাতে।'

আপা কিছুতেই রাজি হলেন না। জোর করে আমার হাত থেকে পানির জগ নিতে নিতে বললেন, 'না আপা আমাকে সুষ্ঠু ভাবে অজু করতে দেন– ওভাবে আমি আন-ইজি ফিল করছি।'

তার পরও ঢাকা, রাজশাহী প্রোগ্রামে আপাকে যত দেখেছি তত মুগ্ধ হয়েছি। একবার ঢাকায় প্রোগ্রাম শেষে আমার সাথীরা সবাই চলে গেলেন। আমি থেকে গেলাম। আপা বললেন, 'কি রুমী আপা নওগাঁর লোকজনতো সব চলে গেলো, আপনি--------- ।'

বললাম, 'আমি কয়েকদিন ঢাকায় থাকবো।'

'কোনো প্রয়োজন?'

বললাম, 'না আপা তেমন প্রয়োজন না। এই একটু বেড়াবো আর কি?'

আপা বললেন, 'তাহলে আমার বাসায় আসেন বেড়াতে।'

খুব খুশি হলাম। বলাম, 'যাব আপা।'

আপা ঠিকানা দিলেন। পরদিন সকালে বড় ছেলে তাহিরকে নিয়ে তার বাসায় গেলাম। আপা তখন মন্ত্রীপাড়ায় থাকেন। আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী তখন কৃষি মন্ত্রী। আপা কি যে আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করালেন আমাকে।

www.amarboi.org

আজ হাফেজা আসমা খালাম্মা যখন সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলো তখন সামসুন্নাহার নিজামী আপা মুচকি হেসে বললেন, 'আপনাকে তো খুব চিনি, কিন্তু আপনিই যে লেখিকা তা কিন্তু বুঝতে পারিনি।'

আসমা খালাম্মার সাথে জামায়াতের গাড়িতেই সাবেক আমীরে জামায়াতের বাড়িতে এলাম। (তোমার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি) আসমা খালাম্মা তো অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বেয়াইন। খালাম্মার আরও এক বেয়াই বর্তমান আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। আসমা খালাম্মা রাত প্রায় ৯ টার দিকে চলে গেলেন তার বাসায়। ৫ তারিখ দুপুরে নায়েবে আমীরের বাসায় দাওয়াত। মেহমান আমরা তিনজন। আমি, আম্মা ও লুৎফা। ডাল ভাতের দাওয়াত দিয়ে গরুর গোশত, মুরগির গোশত, বড় মাছ, ছোট মাছ কয়েক রকমের ভাজি, শাক-সবজির আয়োজন। ডাল তো আছেই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতী-নাতনী নিয়ে পরিপূর্ণ একটি শান্তির নীড় মকবুল আহমেদ ভাইয়ের গোছানো পরিপাটি একটি সংসার।

যেতে চেয়েছিলাম ২৮ অক্টোবরের শহীদানদের বাসায়। সে ব্যবস্থা হয়েছে। বাসা থেকে বের হয়েই দেখি শহীদ মাসুমের বড় ভাই মাহবুব দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে পরিয়চ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। চেহারা দেখলেই চেনা যায় যে মাসুমের ভাই। বাসাবো মাদারটেক বাগান বাড়ি মাসুমদের বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। টিন সেড বাড়ী মাসুমদের। আমাদের ড্রয়িং রুমে বসতে দিয়ে মাহবুব বাড়ীর ভেতর গেল। একটু পরেই আমাদের সামনে এলেন মাসুমের শোকাহতা মা। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা কি আমার আছে? ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা এক শহীদ জননী, নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন।

বললেন, আপা আমার মাসুম যে কত ভাল ছিল কি আর বলব আপনাকে, বিরক্ত করা কাকে বলে তা ও জানতো না। ও আমাকে প্রায়ই বলতো, 'মা আমি সারা জীবন শিবির করবো।'

আমি হেসে বলতাম, 'পাগল ছেলে সারা জীবন কি শিবির করা যায়? ছাত্র জীবন শেষ হলেই তো তোমার শিবির করা শেষ।' ও বলতো 'আমার শিবির করাই ভাল লাগে সারা জীবন আমি শিবিরই করবো। আমার মাসুম তাই করল আপা ও সারা জীবন শিবিরই করল' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন রুবী আপা।

www.amarboi.org

সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম, শহীদ জননী রুবী আপার দ্বিতীয় সন্তান। রুবী আপার সংসারটা আন্দোলনমুখী সংসার। স্বামী সন্তান সবাই ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মী। বড় ছেলে সামসুল আলম মাহবুবও গুরুতর আহত হয়েছিল ২৮ অক্টোবর। ছোট মেয়ে তিনটি ছাত্রী সংস্থার কর্মী। শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের বাসা ঐ একই মহল্লায়। সময় কম বলে শিপনের আম্মাকে এখানে আসার জন্য খবর পাঠানো হলো। তিনি এলেন। শোক সন্তপ্ত বিধ্বস্ত এক মা। সময়ের অভাবে তাঁর বাসায় যেতে পারিনি। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো শিপনের মা। বার বার বলতে লাগলো, 'বইন গো আমার শিপনে কি সত্যি শহীদ হয়েছে? পাড়া প্রতিবেশীরা তো কি বলেন।'

বললাম, 'আপনার হাফেজ ছেলে ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে (?) ইসলাম বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছে। আর কোনো কারণ তো ছিল না। কুরআন-হাদীসের বর্ণনা মতে অবশ্যই আপনাদের ছেলেরা শহীদ হয়েছে বোন। আজ কষ্ট পেলেও কাল কেয়ামতের মাঠে যেয়ে দেখবেন আপনারা কতো বড় ভাগ্যবতী। আপনারা ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন বোন। রুবী আপা আর মাহফুজা আপা দু'জনেই কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, তাই যেনো হয় বোন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমার লেখা একটা করে বই আর সামান্য কিছু হাদিয়া তাদের হাতে তুলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে এলাম।

জেক্স টেক্সটাইলের মালিক সাহাবুদ্দিন ভাই দাওয়াত দিয়েছিলেন আমাকে ঢাকা আসার পুর্বেই। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আর নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ ভাই আমাকে গতকালই কথাটা জানিয়েছেন। পাঁচ তারিখ রাতেই সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বাসায় দাওয়াত ছিল। দুপুর বেলা কথাটা আমার মেয়ে সাইয়েদা আফিফা আযমকে বলতেই তিনি প্রতিবাদ করে ওঠলেন, 'না না আজ রাতে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আমার বেশ কিছু আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দিয়েছি। আজ রাতে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। বিকেলে যেখানেই যাও সন্ধ্যার পরে তুমি আমার কাছেই থাকবে।

www.amarboi.org

আমি চেম্বারে যেয়ে কথাটা আমার জামাইকে বললাম। তিনিও চমকে উঠলেন। 'ও! তাইতো! আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি।' সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের কাছে ফোন করে পাঁচ তারিখের বদলে ছয় তারিখ রাতে সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার দিন ঠিক করলো। সন্ধ্যার পরে মেহমানে ভরে গেল বাড়ি। আফিফা আযমের ছোট বোন এসেছেন রংপুর থেকে। ভাগ্নি, ভাগ্না বউ, ছেলের বউ, নাতনি। সবার সামনে আমাকে পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে ধরে বললেন, 'এই হচ্ছে লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী। আমার মা।' সবাই আমার সাথে হাত মেলালেন। ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল আমান আযমীর স্ত্রী রুমা আযমী বললেন, আপনার বই আমি পড়েছি। বইটা ধরে শেষ করে তারপর রেখেছি। খুব ভাল লেগেছে আমার। আপনার লেখার হাত ভাল। পুরুষদের পর্দা সম্পর্কে কিছু লেখেন। কুরআন মজিদে তো পুরুষদের পর্দার কথাই আগে বলা হয়েছে। পুরুষেরা যদি চক্ষু নত করে মেয়েদের দিকে না তাকায় তাহলে তো আমাদের পর্দা করা সহজ হয়।

বললাম, 'তাতো অবশ্যই, আপনি এতো সুন্দর করে যখন বলতে পারছেন তাহলে লিখছেন না কেন?' হাসতে হাসতে রুমা আযমী বললেন, 'কলম ধরতে পারি না নানু, আপনি লেখেন আমি আপনাকে পয়েন্ট সংগ্রহ করে দেব।' গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার মেয়ে রুমা, এত সুন্দর করে কথা বলেন, না শুনলে তা বোঝানো যাবে না। আমি এদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে এদের সাথে যেনো আমার কতো দিনের পরিচয়। কতো যেনো আপনজন। এদের বড় মেয়ে নাবিহা বাবা মায়ের সাথে না থেকে দাদা-দাদীর সাথে থাকে। বিষয়টা আমার কাছে খুব ভাল লাগলো। দু'দিন আগেই পরিচয় হয়েছে তার সাথে। দাদা-দাদীর শোবার ঘরের বিপরীতেই তার ঘর। ঘরের দরজায় লেখা "সামনে পরীক্ষা ডিস্টার্ব করবেন না।"

নাবিহা ২০০৬ সালে এইচ এসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে পাশ করে বুয়েটে আর্কিটেকচারে পড়াশুনা করছে। নাবিহা ভাল ছাত্রী এবং বিনয়ী। ছেলে নায়েফ এবং ছোট মেয়ে রাহমাকে দেখলাম মায়ের সাথে।

www.amarboi.org

এই বাড়িতে আর একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, কথা হয়েছে, ভাল লেগেছে। সাইয়েদা আফিফা আযমের ছোট বোনের মেয়ে আসেমা। এতো মিশুক আর সহজ সরল মেয়েটি যে তাকে কোন দিন ভোলা যাবে না। আমার জামাই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ছোট বোন জাহানারা আযহারী থাকেন এই বিল্ডিংয়ের নীচ তলায়। ৬/২/০৭ তারিখ সকালে গেলাম তার বাসায় তার সাথে দেখা করতে, রওশনকে সাথে নিয়ে। জাহানারা আযহারী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। আমি তার বেড রুমে ঢুকে সালাম দিলাম। শুয়ে ছিলেন তিনি। তিনি উঠে বসার চেষ্টা করতেই বললাম 'খালাম্মা আপনাকে উঠতে হবে না, আপনি শুয়ে থাকেন।' খালাম্মা বললেন, 'আপনাকে বেশ চেনাচেনা লাগছে।' বললাম, 'খালাম্মা আপনি যখন দায়িত্বে ছিলেন তখন বেশ কয়েকবার আমি টিসি, টিএস এ ঢাকা এসেছি। আমার নাম মাসুদা সুলতানা রুমী। খালাম্মা জাহানারা আযহারী শুয়ে থেকেই বললেন, হ্যা, নামটাও বেশ পরিচিত।' রওশন এগিয়ে এসে বলল , 'সে দিন যে বইটা দিয়ে গিয়েছিলাম তা এনার লেখা।'

রওশনের কথা শেষ হতেই তড়িত গতিতে উঠে বসলেন, মোহতারেমা জাহানারা আযহারী "সেই চরমোনাই-এর পীর সাহেব।" বলে আমার ডান হাত ধরে চুমু খেলেন। তারপর আবার বললেন, 'আপনি তো আমার মাওই আম্মা। খুব ভাল লেগেছে আপনার বইটা। আপনার সাথে পরিচয় হওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছি।' আমাদের নাস্তা করানোর জন্য খালাম্মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই মুহূর্তে বাসার ছোট একটা কাজের মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। বললাম খালাম্মা আপনি অসুস্থ মানুষ একটুও ব্যস্ত হবেন না বলে তাকে ধরে খাটের উপর বসালাম। খালাম্মা তারপরও আমাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। অনেকক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলে সাত তলায় উঠে এলাম।

জামাইয়ের চেম্বারে ঢুকলাম। আমার সাথে আম্মা আর লুৎফাও চেম্বারে আসল। চেম্বারে ঢুকতেই ছোট রুম। বড় একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর একটা জুতার আলনা। আলনায় বেশ কয়েক জোড়া প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। মেহমান যেই আসুক তাদের জুতা সেন্ডেল খুলে রেখে এর এক জোড়া পরে চেম্বারে ঢোকে।

www.amarboi.org

আমরাও আমাদের সেন্ডেল খুলে ঐ সেন্ডেল পরে ভিতরে ঢুকলাম। এই রুমে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের একান্ত সচিব মোহতারাম নাজমুল হক ও তার সহকারীরা বসেন। এই ছোট রুমটির পরেই লম্বা বড় একটি হল রুমের মতো রুম। রুমের দেয়াল ঘেষে নিচু থেকে ছাদ পর্যন্ত বইয়ে তাক ভর্তি। এক পাশে অধ্যাপক সাহেবের চেয়ার। সামনেই বড় টেবিল। টেবিলটি বিভিন্ন রকম লেখার সরঞ্জামে সাজানো। টেবিলের মুখোমুখি সারিবদ্ধ তিনটি সোফা। আমি আর আম্মা সোফায় পাশাপাশি বসলাম, লুৎফা ঘুরে ঘুরে বই দেখতে লাগলো। সাবেক আমীরে জামায়াত, জামায়াতে ইসলামীর মুল নেতা, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব তিনি ছিলেন আমার কাছে দুর নীলাকাশের এক জ্যোতিস্ক। তাঁর সাথে এইভাবে প্রিয়জনের মতো কথা বলতে পারবো এ আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। আমার সাথে তিনি কতো কথা যে বললেন, তার জীবনের পিছনের কথা, বর্তমানের কথা, লেখালেখির কথা। আমার বইটা কোথায় কাকে পড়তে দিয়েছেন সেই কথা। বললেন, 'তোমার বই তো বিদেশে চলে গিয়েছে। আমার বড় ছেলে এসেছিল সে বেশ কয়েক কপি নিয়ে গেছে জেদ্দায়।' আমি তার কথা যত শুনছি ততই মনে হচ্ছে স্বপ্নে দেখছি না তো? জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এই বইয়ের রয়ালিটি কতো দিয়েছে?'

বললাম নগদ টাকা দেয়নি তবে আমাকে ৫০০ বই দিয়েছে।

বললেন, 'লিখিত কোন ডিড করেছো?'

বললাম, 'লিখিত কোন ডিড করতে হয় তাতো আমি জানি না। এই বইয়ের কোন রয়ালিটি আমি চাই না। মহান আল্লাহ পাক যে পরিমান রয়ালিটি এই বইয়ের জন্য আমায় দিয়েছেন তা আমি লাখ লাখ টাকায়ও কিনতে পারতাম না। এই বইয়ের রয়ালিটি আপনার সান্নিধ্য পাওয়া-দেশব্যাপী আমার পরিচিতি আমি আর কিছুই চাইনে।

বললেন, 'ঠিক আছে। তবু একটা নিয়ম আছে। এই দ্যাখো, এই ভাবে তুমি একটা ডিড করে নেবে।' বলে একটা চুক্তি নামা বের করে আমাকে দেখালেন। এটা তাঁর সাথে কামিয়াব প্রকাশনীর চুক্তি নামা। তারপর তার একান্ত সচিবের হাতে কাগজটি দিয়ে বললেন, 'একটা ফটোকপি করে এনে রুমীকে দিও।'

www.amarboi.org

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে সব আমার লেখা বই এর প্রত্যেকটা থেকে একটা করে কপি তুমি নাও।'

এতো খুশি আমি কি করে সামলাই? ছোট বড় সব প্রকারের বই নিয়ে প্রায় আশিটার উপরে হলো। আবু সাহাদ কে ডেকে বইগুলো বেধে দিতে বললেন।

আমার মা এতোক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'আমার কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

মুখ তুলে তাকালেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব। বললেন, 'কি কথা? বলেন। আমিও একটু অবাক হয়ে আম্মার দিকে তাকালাম। আম্মা বললেন, 'ভাই আমার একটা সমস্যার সমাধান আপনি করে দেন।'

: কি সমস্যা আপনার? জানতে চাইলেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব। আম্মা বললেন, 'ভাই আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। পড়াশুনা করলে কিছু মনে থাকেনা। টিএস, টিসিতে পড়া ধরলে বলতে পারি না। আমি কি বায়াতবিহীন অবস্থায় মারা যাবো? আমাকে আপনি সরাসরি একটা বায়াত দেন। আগের জামানার সাহাবীরা যেমন রাসূল (সা.) এর কাছে বায়াত নিতো। সাংগঠনিক সব নির্দেশ মেনে চলব---।

আমার আম্মার সমস্যা শুনে হাসলেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব।

চার তারিখ দিনগত রাতে আমার বড় ছেলে তাহির ইবনে মোহাম্মাদ নয়ন এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। আমি ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমার জামাইয়ের সাথে। জামাই অধ্যাপক গোলাম আযম অনেকক্ষণ আলাপ করলেন নয়নের সাথে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। হঠাৎ বললেন, 'জানো নয়ন তোমার আম্মা আমাকে এমন এক জিনিস দান করেছেন যা আমাকে কেউ দেয়নি।' নয়ন হাসিমুখে বলল, 'কি দিয়েছে আমার আম্মা আপনাকে?' আমিও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, কি দিয়েছি আমি?

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বললেন, 'আমার ছোট শ্যালক যারা আছে তার সব চুল দাড়ি পাকা। তোমার আম্মা আমাকে এক হালি টগবগে তরুণ শালা দান করেছে।' বলে হাসলেন। নয়নও হাসল। বলল, 'আমরাও তো এক অমূল্য

www.amarboi.org

সম্পদ পেয়েছি। জীবনে কোনো দিন কাউকে দুলাভাই সম্বোধন করিনি। দুজনেই হাসতে লাগলেন। কি যে অপরূপ লাগছিল সেই হাস্যমুখরিত সময়টুকু। ক্যামেরা ছিল না ছবি তুলতে পারিনি। তাই হৃদয়ের ক্যানভাসে একে নিয়েছি সেই জান্নাতী লগ্নটুকু । কোন দিন মুছবে না। আবার বললেন, 'নয়ন তোমার আম্মাকে বলেছি ঢাকায় চলে আসতে। তুমি কি বলো?

: 'আমি তো কতো আগে থেকেই বলছি আম্মাই তো আসে না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না-তুমি ঢাকা চলে এসো, এখানে অনেক কাজের ক্ষেত্র পাবে। তোমার ঢাকা আসার পেছনে আমি কয়েকটি কারণ দেখতে পাচ্ছি।

১. তোমার ছোট বাচ্চা নেই।

২. তোমার বয়স কম।

৩. তুমি চাকুরি কর না।

৪. তুমি সুস্থ আছ।

৫. তোমার ছেলেরা একাকি থাকে।

৬. তোমার যোগ্যতা।

উপরোক্ত পাঁচটি পয়েন্ট ঠিকই আছে-ছয় নাম্বার পয়েন্টটা কতটুকু সঠিক তা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। আবার বললেন, 'আমার পরামর্শ তুমি ঢাকা এসো।' আমি বললাম। আপনার পরামর্শকে আমি নির্দেশ মনে করি। নয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোনো নয়ন তোমার আব্বাকে বোঝাও। আমার রুকনকে নির্দেশ দিলে কিন্তু চলে আসবে। শেষে কিন্তু তোমরাই সমস্যায় পড়বে।' আবার অধ্যাপক গোলাম আযম ও নয়নের সন্মিলিত হাসি।

৭-২-০৭ তারিখ রাতে জেক্স টেক্সটাইলের মালিক সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বাসায় এলাম। কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ ভাইকেও স্বপরিবারে সাহাবুদ্দিন ভাই দাওয়াত দিয়েছেন অবশ্য তার বেগম আসতে পারেনি। সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বাসায় চমৎকার একটা বৈঠকের আয়োজন করেছেন তার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে। রাজকন্যার মতো তিনটি কন্যা সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের।

www.amarboi.org

মিশরী আর ইরানী নামে চমৎকার দু'টি মেয়ের সাথে ওখানে পরিচয় হয়। সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বড় ভাইয়ের মেয়ে। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে ওরা। যার মধ্য দিয়ে ওদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সাহাবুদ্দিন ভাই আর তার ছোট ভাই। ছোট ভাইয়ের নামটি জানা হয়নি তবে তিনি একজন ইউপি চেয়ারম্যান এবং ফুরফুরা পীর সাহেবের মুরিদ। পরিচয় করিয়ে দিলেন সাহাবুদ্দিন ভাই। তার সাথে সালাম বিনিময় করে লিফটে উঠলাম। সাহাবুদ্দিন ভাইয়ের বাসা খুব সম্ভব নয় তলায়। সাহাবুদ্দিন ভাই তার ছোট ভাই সম্পর্কে কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন। লিফট নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাওয়াতে আমরা বের হয়ে সামনে এগিয়ে যেতেই সাহাবুদ্দিন ভাই বললেন, 'একটু দাঁড়ান। আমার কথাটা শুনে যান।"

সবাই দাঁড়ালাম। সাহাবুদ্দিন ভাই বললেন, 'আমার ছোট ভাই পীরের মুরিদ। আপনার একটা বই তাকে পড়তে দিয়ে খুব ভয়ে ভয়েই ছিলাম। কি জানি কি বলে। ও সকাল বেলা এসে আমাকে বলছে ভাই এই বই কোথায় পেয়েছ আমি আজই একশ কপি কিনে বিলি করব। আমি পাঁচশ কপি কিনে বিলি করেছি তা আমার ভাই জানে। রাতের খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হলো, সে বিরাট আয়োজন। খাওয়া দাওয়া শেষে আমি চলে এলাম আমার ফুফু আম্মার বাসায়। লুৎফা আপা বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন পরদিন। ৮-২-০৭ তারিখ লুৎফা আপাকে আমার ছেলে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলো।

বিকেল বেলা অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল তার মধ্যেই গেলাম শহীদ মুজাহিদ আর শহীদ হাবিবুর রহমানের বাসায়। পথিমধ্যে এক বাসায় নামলাম। খুব সম্ভবত ড. মীর নাছির আলী সাহেবের বাসায় সেখানে একটা বৈঠক চলছিল। আমাকে দেখে সবাই খুব খুশী হলেন, যারা চেনেন না তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন পরিচিতরা। ওখান থেকে চারজন এলেন আমাদের সাথে ডা. সেলিনা বেগম, অধ্যক্ষ মমতাজ বেগম, আর দুই জনের নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। শহীদ মুজাহিদের বাসায় পৌঁছে প্রথমেই দেখা হলো মুজাহিদের নানীর সাথে। তিনি বেশ অসুস্থ, মুজাহিদের চেহারার সাথে খুব মিল। আমি তাকে মুজাহিদের মা মনে করেছিলাম। মুজাহিদের মা অসুস্থ। তিনি

www.amarboi.org

হাসপাতালে। তার সাথে দেখা হলো না। মুজাহিদের ছোট ভাই বোন দুটিকে দেখলাম। মুজাহিদের নানী বললেন, 'আপারে আমার মুজাহিদের কথা কি আর বলব। মুন্নীরে আমার ভাসুরের ছেলে দেলোয়ারের সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম ১২ বছর বয়সে। ওর ১৪ বছর বয়সে মুজাহিদের জন্ম হয়। মুজাহিদের জন্য আমি কতো যে আমার মেয়েটারে মারছি আপা। ও ছেলে কোলে নিতে পারতো না, দুধ খাওয়াইতে পারতো না। ছেলে কাঁদলে ওর ঘুম ভাঙ্গত না তাই ওকে মারতাম। মুজাহিদ আমার মেয়ের গর্ভে জন্মেছে ঠিকই ও বড় হয়েছে আমার বুকে। আমার বুকটা শূন্য হয়ে গেছেরে আপা। আমার মাহমুদা কেমন কইরা বাঁচবে? কাঁদতে লাগলেন মুজাহিদের নানী। কিছু দিন আগে থেকেই মুজাহিদের বাবা দেলোয়ার স্বপ্ন দেখতো কারা যেন পিটিয়ে মুজাহিদকে মেরে ফেলেছে। ঘুম থেকে চিৎকার করে উঠত দেলোয়ার, দৌড়ে আসত ছেলের ঘরে।

বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতো ছেলেকে। মুজাহিদ হাসত বলত কি হয়েছে তোমার বাবা? তিন চার দিন এই স্বপ্ন দেখেছে দেলোয়ার। দোকান থেকে যখন তখন ছুটে আসত বলতো মুজাহিদ কই? মুজাহিদ কখনো ঘরে থাকতো, কখনো বাইরে। ঐ মুহূর্তে মুজাহিদকে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে যেতো দেলোয়ার। আমার দেলোয়ার যেনো পাগল হয়ে গেছে আপা। বলে আল্লাহ আমারে আগেই আগাম বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি হয়তো বুঝতে পারিনি। আপারে আমি তো রমযানের আগেই ওমরা করতে চলে গেলাম। ফেরত আসলাম ২৮ অক্টোবর মুজাহিদের শাহাদাত দিবসে। ২৫ তারিখে ঈদ হয়েছে। সবাই বলছে সেই দিন নাকি মুজাহিদকে কি যে সুন্দর লাগছিল। সেই দিনই ওর জান্নাতি চেহারা ফুটে উঠেছিল। আপারে দেলোয়ার খালি বলত আম্মা ও এতো ভাল ক্যান। এতো ভাল তো আমার ভাল লাগেনা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মুজাহিদের নানী। তাকে শান্ত্বনা দেয়ার মতো ভাষা কোথায় পাবো?

বললাম, এতো ভাল বলেই তো আপনার মুজাহিদ এতো বড় পুরস্কার পেয়েছে। আপারে আমি নওগাঁ জেলা থেকে এসেছি, মুজাহিদ বেঁচে থাকতে মুজাহিদকে চিনতাম না। মুজাহিদ শহীদ হওয়ার পর তাকে চিনেছি। আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। দু'দিন আগে পরে তো সবাইকেই যেতে হবে আপা। দুনিয়া ও

www.amarboi.org

আখেরাতে এতো সম্মান কোথায় আর আছে আপা। মুজাহিদের মা আসলে তাকে আমাদের সালাম আর সমবেদনা জানাবেন। বলে আমার একটা বই আর সামান্য কিছু হাদিয়া বইয়ের মধ্যে দিয়ে এলাম। রাস্তায় এসেও চোখের পানি থামাতে পারছিলাম না।

এরপর আসলাম শাহ আলীবাগ ইউনিট সভাপতি শহীদ হাবিবুর রহমানের বাসায়। হাবিবুর রহমান মিরপুরের একটা বস্তিতে থাকেন। একেবারে গরীব শ্রমিক, চটের ব্যাগ তৈরি করে দিন কাটাতেন। সেখানে যেতে যেতে রাত প্রায় ৯ টা বেজে গেল। হাবিবুর রহমানের স্ত্রী আছিয়া বেগম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পাশের ঘরের এক খালা জানালা দিয়ে তাকে ডেকে তুললেন। গরীব মানুষই ছিলেন হাবিবুর রহমান। তার স্ত্রী বললেন, 'আমরা গরীব ছিলাম দুই এক বেলা না খেয়েও থেকেছি কিন্তু কোন দিন ঝগড়া করিনি। আমার স্বামী কতো যে ভাল মানুষ ছিল আপা সংসারের কাজ কর্ম ফেলে যখন সংগঠনের কাজে চলে যেতো আমি মাঝে মাঝে রাগ করতাম, বকতাম। সে কোন দিন আমার সাথে রাগ করতো না।' স্ত্রীর এমন সাক্ষ্য কয়জন পুরুষের ভাগ্যে জোটে? হাবিবুর রহমানের কিশোর ছেলে রুবেল ক্লাস এইটে পড়ে। ওর মাথায় হাত বুলায়ে বললাম। বাবা, বাবার আদর্শে মানুষ হও। ছেলেটি সুন্দর করে বলল, আমার জন্য দোয়া করবেন। আছিয়া বেগমের হাতে যত সামান্য হাদিয়া তুলে দিয়ে ব্যথাতুর মন নিয়ে চলে এলাম। সংগঠন আছিয়া বেগমকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ছেলে রুবেলের পড়া শুনার খরচও বহন করছে।

আমি, আম্মা আর আমার সেজ ছেলে সালমান ইবনে মোহাম্মাদ সজল রাত প্রায় সাড়ে দশটায় মিরপুর আমার ভাইয়ের বাসায় পৌছলাম। মিরপুর ২ নম্বরে আমার ভাইয়ের বাসা, মিরপুর ৩ নম্বরে দুই ভাগ্নার বাসা। ওদের সবার সাথে একটু দেখা করলাম ৯, ১০ তারিখ। ১০-২-০৭ তারিখে সালমানকে সাথে নিয়ে বিকেলে আসলাম হাফেজা আসমা খালাম্মার বাসায়। আম্মা থেকে গেলেন তার ছেলের বাসায়।

আসমা খালাম্মা আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। আসমা খালাম্মার আদরটা অন্য রকম। সন্ধ্যার পর তৌহিদ ভাই ফোন করলেন। তৌহিদ ভাই আমার সেই

www.amarboi.org

বইটির (চরমোনাই পীর আমাকে জামায়াতে আনলেন) প্রকাশক। যে বইটির জন্য আমার এই পরিচিতি। ৬-২-০৭ তারিখে বাংলা সাহিত্য পরিষদে গিয়েছিলাম। আম্মা, আমি আর লুৎফার সাথে ছিলেন ইউসুফ। ইউসুফই পরিচয় করিয়ে দিল তৌহিদ ভাইয়ের সাথে। তৌহিদ ভাইকে আমি আরো বয়স্ক মনে করেছিলাম। তৌহিদ ভাই আমাদের নিয়ে গেলেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক মোহতারাম আব্দুল মান্নান তালিব ভাইয়ের কাছে। শ্রদ্ধেয় তালিব ভাই আমার বহুদিনের পরিচিত। যে দিন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হয়েছি তারও অনেক আগে থেকেই তালিব ভাইকে চিনি তার লেখা আর অনুবাদের মাধ্যমে। কতো যে শ্রদ্ধা ভক্তি আমার আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের উপর যদিও এই প্রথম তার সাথে সাক্ষাত হলো। এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক আমার লেখার প্রশংসা করলেন, বললেন, আপনার লেখা ভাল, গতিশীল, আপনি লেখা অব্যাহত রাখবেন, সাহিত্যেরও চর্চা করবেন। এই বুজুর্গ আমার জন্য চমৎকার আর অভিনব এক দোয়া করলেন। বললেন, আল্লাহ পাক আপনার লেখার হায়াত বৃদ্ধি করুন। তৌহিদ ভাই ফোনে বললেন, আপা আপনি রাতে আমার বাসায় খাবেন। বললাম তা কি করে হয়? আমি আসমা খালাম্মার বাসায়। তৌহিদ ভাই বললেন, প্লিজ আপা আপনি খালাম্মাকে একটু বোঝান, আজকে রাতের খাওয়াটা আমার বাসায় খাবেন। আমি সামান্য একটু আয়োজন করেছি আপা। বললাম ঠিক আছে খালাম্মাকে বলি। খালাম্মাকে বলে রাজি করালাম। সজলকে নিয়ে প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স এর সামনে এসে তৌহিদ ভাইকে ফোন করলাম। দেখা হলো অনেকের সাথে যাদের শুধু লেখালেখির মাধ্যমে চিনি। নাজমুস সায়াদাত, আব্দুল কুদ্দুস ফরিদ, আল হাফিজ আরো বেশ কয়েকজন এদের মধ্যে সাইফ মেহেদিও আছে। সাইফকে অবশ্য ওর ছোট বেলা থেকেই চিনি।

তৌহিদ ভাই বলেছিলেন সামান্য আয়োজন। কিন্তু আয়োজনটা মোটেও সামান্য নয়। বলতে হয় বিরাট আয়োজন। অনেক ধরনের সুখাদ্য আর ব্যঞ্জনে টেবিল সাজানো। বোঝা গেল তৌহিদ ভাইয়ের স্ত্রীর রান্নার হাত খুবই ভাল। আমি আর সালমান খেয়ে উঠতেই তৌহিদ ভাই সেই টেবিলে আল হাফিজ আর সাইফ মেহেদীকে বসান। ওরা আমার সাথেই এসেছে। রাতে আসমা খালাম্মার সাথে

www.amarboi.org

এক বিছানায় ঘুমালাম। একি কখনো ভেবেছি আমি। আসমা খালাম্মা মাথায় হাত বুলালেন। কতো যে আদর আর দোয়া করলেন। আমি অনেক আগে একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম আসমা খালাম্মা খুব অসুস্থ আর আমি অতি আপনজনের মতো তার সেবা যত্ন দেখা শোনা করছি। আজকে এক বিছানায় শুয়ে সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। তৌহিদ ভাইয়ের বাসা থেকে আসার পর আসমা খালাম্মা আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন ঐ বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ফ্লাটে। প্রথম নিয়ে গেলেন ফজিলা তাহের আপার বাসায়। তিনি বাসায় ছিলেন না। তার মেয়ে আর আম্মা ছিলেন বাসায়। আসমা খালাম্মা তাদের সাথে একটু কথা বললেন খোঁজ-খবর নিলেন তারপর চলে আসলাম। গেলাম সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান ভাইয়ের বাসায়। মজিবুর রহমান ভাইয়ের স্ত্রী খুবই অসুস্থ, তার জন্য দিল খুলে দোয়া করলাম। তারপর গেলাম "শিকল পড়া দিনগুলির" লেখক আব্দুল খালেক মজুমদারের বাসায়। তিনি খুব অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম। কথা বলছেন খুব ধীরে, তার স্ত্রী আমার বইটির নাম বলতেই তিনি আমার নাম উচ্চারণ করলেন। বললেন, আল্লাহ আপনার ভালো করুন। আপনার লেখা ভাল আপনি আরো লিখুন। আমি বললাম, আল্লাহ পাক আপনারও ভাল করুন, আপনাকে সুস্থতা দান করুন।

পরদিন ১১-০২-০৭ তারিখ সকালে খালাম্মার বাসায় নাস্তা করে গেলাম আমার মেয়ে জামাইয়ের বাসায়। আমার বইপত্র ব্যাগ সবই তো ওখানে রেখে এসেছি। এখান থেকে আজ বিদায় নিয়ে যাব। স্বপ্নের মতো কেটে গেলো কয়েকটি দিন। স্মৃতির এ্যালবামে স্বর্ণালী আক্ষরে চিরভাস্কর হয়ে থাকবে আমার জীবনের অমূল্য এই কয়টি দিন। আফিফা আযম আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বললেন, 'মা আমার জন্য দোয়া করো-ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে।' একটা ব্যাগ সাজিয়ে রেখেছেন আমার জন্য কিছু ফল, এক বৈয়াম আচার, তেঁতুলের সস, বড় এক প্যাকেট চানাটুর, সেমাই। বললেন, আমার ভাইদের জন্য।

চলে আসার মুহুর্তে আমার জামাই গোলাম আযমের সাথে দেখা হয়নি। চেম্বারে অন্যান্য লোক ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে না দেখার কষ্ট নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বের হয়ে আসলাম। সালমানকে সাথে নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর

www.amarboi.org

অফিসে গিয়ে দেখা করলাম নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ ভাইয়ের সাথে। কয়েকদিন আগে বেশ মূল্যবান কয়েকটি বই উপহার দিয়েছেন ভাই আমাকে। আজও একটা বই দিলেন।

আমার আব্বা বলতেন, যে গাছে প্রচুর ফল থাকে সে গাছ ফল ভারে নুয়ে থাকে। আর যে গাছে ফল ধরেনা তা মাথা উচু করে থাকে। কথাটার প্রমাণ পেলাম এবারের ঢাকা সফরে। অধ্যাপক গোলাম আযম, সাইয়েদা আফিফা আযম, হাফেজা আসমা খাতুন, মকবুল আহমেদ, আব্দুল মান্নান তালিব, শামসুন্নাহার নিজামী ও আরো যাদের সাথে পরিচয় হলো এরা সবাই যেনো ফলভারে নুয়ে পড়া বড় বৃক্ষ, ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ। এই মানুষেরা এই নগন্য লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমীকে যে স্নেহ ও সম্মান দেখালেন তার প্রতিদান দেয়ার সাধ্য তো রুমীর নেই। আল্লাহ পাক যেন তাদের উত্তম জাযা দান করেন। ঢাকা থেকে চলে আসার সময় মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী মোহতারেমা শামসুন্নাহার নিজামীর সাথে দেখা হয়নি। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন না। মোবাইল টেলিফোনে তার সাথে কথা বলে বিদায় নিলাম। দেখা হলো না বলে কতো যে আফসোস করলেন তিনি।

এই ঢাকা সফরে পরিচয় হয়েছে আর এক উদার মনের অধিকারীনি নারীর সাথে। না, তিনি কোন নেত্রী নন, রুকনও নন, তবে নিবেদীত প্রাণ কর্মী। এখনো যে দেশে এতো ভাল মানুষ আছে তাকে না দেখলে, তার সাথে দেখা না হলে বুঝতে পারতাম না। মোহতারেমা বিলকিস বেগম। কামিয়াব প্রকাশনীর মালিক নিযামউদ্দীন, হেলালউদ্দীনের মা। অধ্যাপক গোলাম আযম সর্বত্র তাকে মেয়ে বলে পরিচয় দেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সেদিন বলছিলেন, আল্লাহপাক আমাদের ঘরে কন্যা সন্তান দেননি কিন্তু পরে সরাসরি একটি মেয়ে নাযিল করেছেন আমাদের জন্য। সে এই বিলকিস। আর একটি মেয়ে আমাদের আছে সে নিউইয়র্ক থাকে। তার নাম মমতাজ। আমরা এই বাড়িতে এসেছি শোনার সাথে সাথে বিলকিস আপা এসেছেন আমাদের সাথে দেখা করতে। মনে হচ্ছে কতো যেন চেনা মানুষ। আমার জামাই ঠাট্টা করে বললেন, হেলালের মা তোমার চেয়ে প্রায় পনের বছরের বয়সের ছোট একে নানু বলতে পারবে? বিলকিস আপা

www.amarboi.org

হাসতে হাসতে বললেন, নানু ডাকা হয়ে গেছে। আর আপনি যদি শাশুড়ি বলতে পারেন আমাদের নানু বলায় সমস্যা কি? বিলকিস আপাকে আমার ভীষন ভালো লাগলো। বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন তার বাসায় যাওয়ার জন্য। বললাম ঢাকা ছাড়ার আগে আপনার বাসায় একবার যাব ইনশাল্লাহ। ১২ তারিখ বিকেল বেলা বিলকিস আপার বাসার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আম্মা, আমি আর সালমান। একটু খোঁজা-খুঁজি করতেই বাসাটা পেলাম। বিলকিস আপার খাবার টেবিলের বর্ণনা দিতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে। বিলকিস আপার মেয়েটাকে আমার কি যে ভাল লাগলো। অপূর্ব মেয়েটি। রূপ আর গুণ দুটিই দিয়েছেন আল্লাহ পাক মেয়েটিকে। ব্যবহারটাও মধুর। মুগ্ধ হয়েছি বিলকিস আপার ছেলেদের ব্যবহারে। মাকে যে তারা কি পরিমাণ সম্মান করে না দেখলে বোঝানো যাবে না। এই রাজধানী ঢাকা শহরে আমি আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। সাংগঠনিক প্রোগামে। প্রোগাম শেষ করে চলে গেছি। কারো সাথে তেমন একটা দেখা সাক্ষাত হয়নি। আর চিনতামই বা কাকে? এবারের সফর যে আমার অন্য রকম সফর। ইজ্জতে সম্মানে আর ভালবাসায় যেন ভরে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমায়। যে বইটি লেখার জন্য এতো পরিচিতি আমার সেই বইটি আমি অর্ধেক লিখে ফেলে রেখেছিলাম প্রায় দুই বছর আগে। আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়া কবি আব্দুল হালীম খাঁ সেই অসমাপ্ত লেখাটি একদিন দেখতে পান। তারপর থেকেই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন লেখাটি শেষ করার জন্য। বার বার তাগাদা দিতে থাকেন চিঠিতে আর মোবাইল ফোনে। সত্যি কথা বলতে কি তার উৎসাহেই বইটি লেখা হয়। তিনি বলেছেন, তোমার এই বইটি সংগঠনের ভাই বোনেরা খুব পছন্দ করবে। ৬৪টি জেলায় পৌছে যাবে-আরও অনেক কিছু। তার সেই সব কথা তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না-অথচ এখন দেখছি ভাইয়া যা বলেছিলেন বইটি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী প্রচার পেয়েছে। সেই সাথে সম্মান আর ভালবাসা পেয়েছে এই তুচ্ছ মাসুদা সুলতানা রুমী। আল্লাহপাক যেন আমার ভাইয়াকে এর পুরোপুরি বদলা দান করেন।

আল্লাহপাক আমাকে কি পরিমাণ যে দিলেন, তার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তো সেজদায় লুটিয়ে বলেছি-প্রভু সকল প্রশংসা

www.amarboi.org

তোমার-সব তোমার। শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিনটি রোজা রেখেছি। আর বলছি, প্রভু আমার, মালিক আমার, দুনিয়াতে যেমনি সম্মানে ইজ্জতে তুমি আমায় ভরে দিয়েছো। আখেরাতেও সম্মান দিও। আমার এই সফরের সাথে আমার এই ক্ষুদ্র বইটির সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে তুমি আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দিও। যে দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।

রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা তাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার। আমীন। ছুম্মা আমীন॥

আল্লাহ হাফেজ

০০০০

০০০

www.amarboi.org

লেখিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
২. মহিমান্বিত তিনটি রাত
৩. যিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
৪ দাউস কক্ষোণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
৬. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৭. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
৮. নামাজ বেহেশতের চাবী
৯. সুনামী
১০. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহতায়ালার জবাব
১১. ভালবাসা পেতে হলে

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬